প্রথম আলো

18 AUG 2013

তারিখ ... 10 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

অর্ধেক সদস্য নিয়ে বসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট

উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ২৪ আগস্ট

আহমেদ জায়িফ ●

সাময়িকভাবে নিয়োগ পাওয়ার সাড়ে চার বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ২৪ আগস্ট বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকে এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটে মাত্র ৫০ জন সদস্য থাকায় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিনেট সদস্যদের কয়েকজন।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কাজ উপাচার্য নির্বাচন, বার্ষিক ও বাজেট অধিবেশন করা। কিন্তু গত ৮ সাড়ে চার বছরে উপাচার্য নির্বাচন হয়নি। আর গত শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়নি বার্ষিক সিনেট ও বাজেট অধিবেশন। এ নিয়ে শিক্ষকেরা বিরোধে জড়ালে গত ২৫ জুলাই-বিপক্ষে সিনেট অধিবেশন ডাকা হলেও প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে তা স্থগিত করা হয়। অকার্যকর থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের কার্যকারিতা শুরু হচ্ছে বিশেষ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে।

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন আগে হওয়ায় তাঁরা বিশেষ অধিবেশনে অংশ নিতে পারছেন না। নির্বাচিত ব্যক্তিরা যুক্ত হলে সিনেট সদস্য হতেন ৮৪ জন। এর আগে ৮৪ সদস্য যখন ছিলেন, তখনো নির্বাচন হয়নি। এখন কমসংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণে নির্বাচন ঘোষণাকে 'কৌশল' বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ।

সিনেটে সদ্য নির্বাচিত নীল দলের শিক্ষক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, সিনেটে যখন আরও বেশি সদস্য ছিলেন, তখন নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল। আগামী মাসেই যেখানে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে তাঁদের বাদ দিয়ে এ নির্বাচন দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সম্পূর্ণ সাময়িক নিয়োগ পান। তখন সিনেটে ৮৪ জন সদস্য ছিলেন। এ বছর শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু যথাসময়ে নির্বাচনের উদ্যোগ না নেওয়ায় কোরাম সংকট হয়। এ জন্য গত জুন মাসের শেষ দিকে সিনেট অধিবেশন হয়নি। কোরাম পূর্ণ হতে ২৫ জন সদস্য প্রয়োজন হলেও তখন ছিলেন মাত্র ১৫ জন।

এ নিয়ে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সাদা দল ও আওয়ামী-বাম-সমর্থিত শিক্ষকদের নীল দলের শিক্ষকেরা বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০ জুলাই ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। নির্বাচনে ২৭টি পদেই জয়ী হন নীল দলের শিক্ষকেরা।

সাদা দলের আহ্বায়ক সদরুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের পরই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হওয়া উচিত।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের সংশ্লিষ্টতা নেই। সিনেট একটি চলমান বডি। এখানে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করতে হবে—এমন কোনো কথা নেই।